Journal of Rajshahi College
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd
J R C

Open Access
ISSN 2959-8702

Original Article

জৈন জীবন- নীতি: আধুনিক সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা

(Jain Ethics: Its Relevance in Modern Society)

দেবশ্রী ভট্টাচার্য

(Debashree Bhattacharya)

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
(Assistant Professor, Department of Philosophy, Maulana Azad College, WB, India)

Author's email: debasreeb96@gmail.com

Received: 30 July 2024
Revised: 11 November 2024
Accepted: 20 December 2024
Published: 25 December 204

Volume 02
Issue 01
Page 1-8

Cite দেবশ্রী ভট্টাচার্য (২০২৪) জৈন জীবন- নীতি: আধুনিক সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা। *J. Raj. Col.* **2**(1):1-8.
https://doi.org/10.5281/zenodo.21809065

© 2024 The Authors.
Journal of Rajshahi College published by Rajshahi College, Rajshahi 6000, Bangladesh.
www.rc.gov.bd

Abstract: বৈদিক যুগে প্রাচীন সমাজনীতিতে অবশ্যপালনীয় রূপে মানুষের যেসকল কর্তব্য-কর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার অন্যতম হ'ল অহিংসা নীতির পালন। তৎকালীন ভারতীয় জীবনের বিধি-নিষেধের সাক্ষ্য যে কেবল ইতিহাস বহন করে-এমন নয়, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির জীবনচর্যায় ও এর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনতন্ত্রগুলির মধ্যে যারা বৈদিক ভাবনাগুলিকে প্রাধান্য দেন না, অর্থাৎ যাদের বলা হয় নাস্তিক, তাদের অন্যতমরূপে পরিচিত জৈন সম্প্রদায়। এদের অনুসৃত জীবন-নীতিগুলির মধ্যে প্রধানতম হিসাবে অহিংসার কথা বলা হয়। জৈন দর্শন-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যই হল নৈতিক জীবনে কঠোরভাবে অহিংসাব্রতের পালন। প্রাচীনতায় প্রায় বৌদ্ধ দর্শনের কাছাকাছি অবস্থিত জৈন দর্শন তাদের জীবন-চর্যায় নৈতিকতার সঙ্গে মানবিকতার মেলবন্ধনের যে সাক্ষর রেখেছেন আজকের সমাজকাঠামোয় তার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না - তা আলোচনার দাবী রাখে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার আলোচনায় সামাজিক জীবনে সাম্য বা উদারতার সন্ধান করলে জৈন দর্শনের নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনতন্ত্র গুলির মত জৈনদেরও প্রধান লক্ষ্য জীবন-যন্ত্রনা থেকে মুক্তি লাভ করা। জৈন দর্শনে এই মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য যে পথের সন্ধান দেখান হয় তা সামাজিক, চারিত্রিক, লিঙ্গগত ভেদ নিরপেক্ষ ভাবে যে কোন মানুষের জন্য উন্মুক্ত। জৈন দর্শনের আলোচিত তত্ত্বে পরমত সহিষ্ণুতার সে নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় তার তুলনা কেবল ভারতীয় দর্শনে নয় সমস্র পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। জৈন দর্শনে মোক্ষ লাভের জন্য মানব চরিত্রের বিশেষ তিনটি গুণ বা রত্নত্রয়ের সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জৈন নীতিশাস্ত্রে জীবনের প্রধান আচরণীয় ধর্মরূপে অহিংসার কথা বলা হয়। জৈন দর্শনে এই অহিংসার পরিধি শুধু মাত্র মানুষ নয়; সকল প্রাণী, স্থাবর-জঙ্গম সকল কিছুর প্রেক্ষিতে যে কোনো পরিস্থিতিতে অবশ্য পালনীয়। জৈন সম্মত অহিংসার ব্যাপকতা তাঁদের পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় বহন করে । বর্তমানের পরিবেশদূষন জনিত বিশ্ব-সংকটের সমাধানের সূত্র প্রচীন জৈন- নৈতিকতায় পাওয়া যেতে পারে কিনা-এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। সঙ্গে জৈন- নৈতিকতার সবচাইতে বড় অবদান হল তারা ফলভূত ক্রিয়ার তুলনায় অর্থাৎ কোন কাজের ফলাফলকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তার কেন্দ্রে যে অভিপ্রায় আছে তাকে প্রাধান্য দেন যা জৈনদর্শন কে বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

Keywords: *অহিংসা ব্রত; পরমত সহিষ্ণুতা; রত্নত্রয়; পরিবেশ সচেতনতা; অভিপ্রায়।*

This article is licensed under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if you modified the licensed material. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

নৈতিকতার আলোচনা কেবল জীবন-কেন্দ্রিক নয়, তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতৎ সত্বেও প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রগুলির মধ্যে নীতিবিদ্যার পৃথক উল্লেখ পাওয়া যায় না, এর কারণ সম্ভবত ভারতীয় জীবন-চর্যায় 'নীতিকে' জীবনের অঙ্গীভূত বলেই মনে করা হত। ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ মূলত বেদ নির্ভর হলেও বেদ-নির্ভরতা কিন্তু ভারতীয় দর্শনতন্ত্রে সর্ব-সম্মত নয়। তবে, ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় সাধারণ জীবনের যে নৈতিকতা পরিলক্ষিত হয় তার বেশিরভাগ বেদ-কেন্দ্রিক। একমাত্র চার্বাক দর্শন সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের নৈতিক ভাবনার মূল লক্ষ্য জীবনে দুঃখের হাত থেকে চিরকালীন মুক্তি বা মোক্ষলাভ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম নাস্তিক সম্প্রদায় জৈন এর ব্যতিক্রম নন। নাস্তিক বৌদ্ধ দর্শনের সম-সাময়িক জৈনদর্শনের নৈতিক ভাবনাগুলির প্রাসঙ্গিককতা আলোচনার পূর্বে এই দর্শনের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, অনেকান্তবাদ, স্যাদ্বাদ-প্রভৃতি হল জৈনদর্শনে স্বীকৃত কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব। জৈনগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও সর্বজ্ঞ, রাগাদিদোষ জয়ী, কেবল-জ্ঞানের অধিকারী, যথার্থ তত্ত্ববেত্তা জৈন-আচার্যগণ, যাঁদের বলা হয় 'তীর্থঙ্কর'-, তাঁরা জৈনদর্শনে পূজিত হন। তাছাড়া জৈন দর্শনের অপর বৈশিষ্ট্য হল যে, তাঁদের মতে জীব ও অজীব এই দুই দ্রব্যের দ্বারা সমস্র বিশ্ব গঠিত হয়েছে। জীবের লক্ষণ হল চেতনা। এই চেতনা জ্ঞান ভেদে অনেক প্রকার। 'চেতনালক্ষণোজীবঃ সা চ জ্ঞানদিভেদাৎ অনেকধা ভিদ্যতে' **[১]** **।** তবে, জীবের লক্ষণ চেতনা হলেও জীব যতকাল শরীরাদি জড়পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকে, ততকাল জীবের মুক্তিলাভ হয় না। এই কারণেই জৈনদর্শনে জীবতত্ত্বের পাশাপাশি অজীবতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জীব অজীব-মিশ্রিত হলেও কখনই কিন্তু অজীবের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় না, বরং তা নিজ- চৈতন্য স্বভাব নিয়ে পৃথকভাবেই অবস্থান করে।

জৈন দর্শনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল কর্মবাদের স্বীকৃতি। কর্মবাদ জৈনদর্শনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে এবং কর্মই চেতন-লক্ষণ জীবকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করে। জীব যেভাবে শুভ-অশুভ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, জৈনদর্শনে তার পারিভাষিক নাম আস্রব। জীবের শুভাশুভ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণই হল আস্রব। জৈন-স্বীকৃত অধিবিদ্যক তত্ত্বগুলির আলোচনার শুরুতেই বলা প্রয়োজন যে, এই অধিবিদ্যক তত্ত্বগুলির আলোচনা ব্যতিরেকে জৈন- নৈতিকতার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। প্রসঙ্গত বলা যায়, পদার্থের প্রকৃত ধর্মকে বলা হয় তত্ত্ব। জৈন মতে যদি অবিপরীত বা যথাভূতভাবে পদার্থকে জানা যায়, তাকে বলা হয় তত্ত্ব। জৈনদর্শনের স্রন্থ 'তত্ত্বার্থবৃত্ত' -তে শ্রুতসাগর সূরী তত্ত্বের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন:

'যো২র্থো যথা ব্যবস্থিতস্তস্যার্থস্য তথাভাবো ভবনং তত্ত্বমুচ্যতে' (১/৩) **[২]**

অর্থাৎ যে পদার্থ যেমন, তাকে তেমনভাবে জানাই হল তত্ত্ব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তত্ত্বের সংখ্যা নিয়ে জৈনমতে বিতর্ক আছে। আচার্যভেদে জৈনমতে কোথাও পাঁচটি, কোথাও সাতটি আবার কোথাও নয়টি তত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া গেলেও জীব ও অজীবভেদে এই দুটি তত্ত্বের আলোচনা জৈন- নৈতিকতার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আগেই বলা হয়েছে যে জৈনমতে জীবের লক্ষণ হল চেতনা। অজীবপদার্থ হল জীবের বিপরীত লক্ষণাত্মক। জৈনমতে আজীবতত্ব পাঁচ প্রকার-পুদ্গাল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ এবং কাল। জৈনমতে পরমানু ও পরমানু সমূহ দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যকে বলে পুদ্গাল। পুদ্গালে বর্ণ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ-এই চারটি গুণ আছে। জীব এবং পুদ্গালের চলাচলের অর্থাৎ গতির সহায়ক পদার্থকে জৈনমতে বলা হয় ধর্ম্ম। জীব ও পুদগলের স্থিতিতে যে সাহায্য করে জৈনমতে তাকে বলা হয় অধর্ম্ম। এছাড়া সকল পদার্থকে যে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে তাকে জৈনমতে বলা হয় কাল দ্রব্য। যা সমস্ত দ্রব্যকে স্থান দান করে জৈন মতে তাকে আকাশ বলা হয়।

জৈনমতে তৃতীয় তত্ত্ব হল আস্রব। আত্মায় কর্মপ্রবাহের প্রবেশই হল আস্রব অর্থাৎ আস্রবের কারণেই জীব শুভাশুভ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

জৈনমতে কর্মের মূল প্রকৃতি আট প্রকার- জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, মোহনীয়, বেদনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র ও অন্তরায়। ভিন্ন ভিন্ন এই কর্মগুলির থেকে ভিন্ন ভিন্ন আস্রব বা কর্মাগম হয়ে থাকে। যেমন, জ্ঞানাবরণীয় কর্মের আস্রবের কারণ হল জ্ঞানকে আচ্ছাদন করা, অপরের জ্ঞানবত্তায় অসহনীয় হওয়া প্রভৃতি।

জৈন মতে চতুর্থ তত্ত্বটি হল বন্ধ। জীবকে তার কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করাই জৈন মতের মূল কথা। আত্মায় অজীব পুদ্গালের অনুপ্রবেশই বন্ধনের কারণ। বন্ধ চার প্রকার-প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভববন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। অসংখ্য অবয়বযুক্ত, পুদ্গাল-সমূহ সূক্ষ্মরূপে জীবের শরীরে প্রবেশের পর কর্মরূপে পরিণতি লাভের সামর্থ্য অর্জন করে। মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কাষায় ও আস্রবের কারণে জীবাত্মা পুদ্গালকে অবিভক্ত রূপে সংবন্ধন করে।

ত্রিবিধ গুপ্তি ও পঞ্চসমিতিতে অনুৎসাহ প্রদর্শনকে জৈন মতে প্রমাদ বলে। যে আস্রব দ্বারা কর্মপুদ্গাল আত্মায় প্রবেশ করে তার থেকে আত্মাকে রক্ষা করাই হল গুপ্তি। কায়-নিস্রহ, বাক্-

নিস্রহ ও মনোনিস্রহের মাধ্যমে যখন ব্যক্তি আর বিষয় সুখাভিলাষী হন না তখনই গুপ্তির যথাযথ প্রয়োগ ঘটে। কেন প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে সম্যক অবস্থানকেই সমিতি বলা হয়। ঈর্ষাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণাসমিতি, আদান সমিতি এবং উৎসর্গসমিতি ভেদে সমিতি পাঁচ প্রকার।

জৈনমতে ক্রোধ, মান প্রভৃতি হল কাষায়। মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ ও কাষায়ুএই চারটিকে বলা হয় স্থিতিবন্ধ ও অনুভববন্ধের কারণ, এবং যোগ বা আস্রবকে প্রকৃতি বন্ধ ও প্রদেশবন্ধের কারণ বলা হয়।

আস্রবের বা সে সকল উপায়ের দ্বারা আত্মায় কর্মের প্রবেশকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় জৈনমতে তাকে বলা হয় সংবর। আত্মায় কর্মপ্রবাহের অবাধ প্রবেশ হল বন্ধনের কারণ। আস্রব হল সংসারের হেতু ও সংবর হল মোক্ষের হেতু।

সংবর হল জৈনমতের অন্যতম তত্ত্ব। তবে, জৈনমতে সংবর কেবলমাত্র কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠান পালনে তৎপর হওয়া নয়, কায়মনোবাক্যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বাহ্যানুষ্ঠান পালন করলে তবেই সংবর ঘটতে পারে। জৈনমতে লোকসৎকার-খ্যাতি পূজালাভের আকাঙ্খা-বর্জিত ব্যক্তি কায়-নিস্রহ, বাকিনস্রহ ও মনোনিস্রহের মাধ্যমে যখন বিষয়সুখের কামনা বর্জন করেন তখনই সংবরলাভ সম্ভব।

জৈনমতে অপর তত্ত্বটি হল নির্জর। তপস্যাদির দ্বারা অর্জিত সকল কর্মের নিঃশেষে ক্ষয়সাধন কে বলে নির্জর। তপস্যা হল নির্জরের অঙ্গ। তপস্যা বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। জৈনতত্ত্বের সপ্তমটি হল মোক্ষ। নতুন কর্মের আবির্ভাব না হওয়া ও নির্জরের দ্বারা অর্জিত কর্মের বিনাশ ঘটলে মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

এই সাতটি তত্ত্ব ছাড়াও কোন কোন জৈন দার্শনিক সুখ ও দুঃখের সাধন ও পুণ্য ও পাপকে একত্রিত করে নয়টি ত্তত্ব স্বীকার করেছেন। জৈনমতে এই নয়টি তত্ত্বের মধ্যে জীব হল বোধস্বরূপ আর অজীব হল অ-বোধস্বরূপ। এদের মধ্যে যা স্রাহ্য তার সঙ্গে যা তাজ্য, তার স্বাতন্ত্র্য বিচারকেই বলা হয় যথার্থ জ্ঞান। জৈনমতে স্রহণযোগ্য বা স্রাহ্য বলে বিবেচিত হয় আত্মা। তত্ত্বার্থসূত্রে (২/৮) উমাস্বাতি বলেছেন 'উপযোগো লক্ষণম্ **[৩]**। অর্থাৎ উপযোগই জীবের লক্ষণ। উপযোগের সাহায্যেই চেতনের সঙ্গে অচেতনের পার্থক্য করা সম্ভব হয়।

প্রসঙ্গত বলা যায়, জৈনমতে জীব সংসারী ও মুক্ত ভেদে দ্বিবিধ। ভব থেকে ভবান্তরে পরিভ্রমণকারী জীব হল সংসারী। এদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ চেতনাযুক্ত অর্থাৎ জৈনমতে যাঁরা আহার, ভয়, মৈথুন, প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ জ্ঞানকে স্রহণ করতে পারেন ও অপরের দোষগুণ বিচারে সক্ষম-তাঁরাই সমনস্ক, এবং যাঁরা তা নন তাঁরা অমনস্ক। জৈনমতে অমনস্ক জীব 'এস' ও 'স্থাবর' -ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণভাবে 'এস' বলতে চলমান ও 'স্থাবর' বলতে গতিহীন কে বোঝানো হয়। জৈনমতে কিন্তু 'এস' ও 'স্থাবর' শব্দের দ্বারা কর্ম বিশেষকেও বোঝানো হয়। যেমন, শুভাশুভ কর্মকে বলে 'এস' ও যাঁরা এই শুভাশুভ কর্ম স্রহণে সক্ষম তাঁদের 'এস' জীব এবং যাঁরা অশুভ কর্মের বশীভূত তাঁদের 'স্থাবর' বলা হয়। জৈন তত্ত্ববিদ্যায় জীব, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম, ও পুদ্গাল এই পাঁচটি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, জৈন অধিবিদ্যায় উল্লিখিত ধর্ম ও তাঁদের নৈতিকতা রূপ ধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। জৈন-অধিবিদ্যায় স্বীকৃত ধর্ম ও অধর্ম বস্তুমাত্রের ক্রিয়ার হেতু, কিন্তু এরা নিজেরা ক্রিয়াহীন। ধর্মের গুণ গতিহেতুত্ব, অধর্মের গুণ স্থিতিহেতুত্ব। বিভিন্ন দ্রব্যের গতিযুক্ত বা স্থিতিযুক্ত অবস্থায় থাকাই হল জৈনমতে পর্যায়।

জৈন নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হল জীবের মুক্তির উপায় নির্দেশ করা। জৈনদর্শনে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়কেই মার্গ বলা হয়েছে। জৈন পরম্পরাপ্রাপ্ত রীতিনীতির সার সংকলনাত্মক স্রন্থ 'পরমাগমসারে' বা 'তত্ত্বার্থ সূত্রে' বলা হয়েছে 'সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রানি মোক্ষমার্গঃ' (১/১) **[৪]**। অর্থাৎ জৈনদর্শনে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র- এই তিনটিকে 'রত্ন' বলা হয় ও এই তিনটি রত্ন পরস্পর সংস্পৃক্তভাবে মুক্তির কারণ হয়। এই রত্নত্রয়ের মধ্যে সম্যক্ দর্শন বলতে বোঝায়, যেভাবে জৈনমতের তত্ত্বগুলি নিরূপিত, সেই নিরূপিত তত্ত্ববিষয়ে শ্রদ্ধা, সেই বিষয়ে বিপরীত অভিনিবেশ বর্জন। তত্ত্বার্থসূত্রে (১/২ কারিকায়) বলা হয়েছে 'তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং' সম্যগ্দর্শনম্ **[৫]**। জৈন উপদিষ্ট তত্ত্বে রুচি বা প্রীতিই হল সম্যগ্ শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা জীবের স্বভাব থেকে বা গুরু সান্নিধ্য থেকে আসতে পারে।

'তত্ত্বার্থবৃত্তি'তে শ্রতসাগর সূরী 'দর্শন' শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করেছেন। মনে হতে পারে, 'দর্শন' বলতে 'অবলোকন' করা বোঝালে সেই প্রসঙ্গে 'শ্রদ্ধা' পদটি কতদূর যথার্থ হতে পারে? এই প্রসঙ্গে বৃত্তিকার বলেছেন যে একই ধাতু বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন অবলোকন বা প্রেক্ষণ প্রভৃতি অর্থে 'দৃশ' ধাতুর প্রয়োগ সংসারী সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মুমুক্ষুর ক্ষেত্রে 'দৃশ' ধাতুর প্রয়োগ প্রসঙ্গে 'শ্রদ্ধার' প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু এরপরেও প্রশ্ন উঠতে পারে 'সম্যক্ বলতে কি বোঝানো হয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে 'সম্যক্' পদটির অর্থ হল যথার্থ। তাই দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রভেদে তিনটি পদের সঙ্গেই 'সম্যক্' পদটি অন্বিত হতে দেখা যায়। মোক্ষমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি যেন কোনোমতেই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন না হন-তা বোঝানোর জন্যই 'সম্যক্' বিশেষণটির এতো গুরুত্ব জৈন নৈতিকতায় দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাস্রন্থ পূজ্যপাদ

স্বামিন্ রচিত 'সর্ব্যার্থসিদ্ধি' তে বলা হয়েছে 'বিমোহসংশয়বিপর্যয়নিবৃত্ত্যর্থং সম্যগবিশেষণম **[৬]** । তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, জৈনমতে চারিত্রনিরপেক্ষ জ্ঞান বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ চারিত্র বা কেবল শ্রদ্ধার দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। মোক্ষের জন্য দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র্ তিনটিই অপেক্ষিত হয়।

সর্বদর্শনসংস্রহের অন্যতম টীকাকার বাসুদেব শাস্ত্র অভ্যঙ্করজী তাঁর 'দর্শানাঙ্কুর' টীকায় সম্যক্ দর্শনাদির স্বরূপ বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, দন্ড, চক্রাদি থেকে যেমন 'ঘট' নামক কার্যবস্তু উৎপন্ন হয় তেমনই সম্যক্ দর্শনাদি মোক্ষের উপায়।

মোক্ষমার্গের দ্বিতীয় রত্ন সম্যক্ জ্ঞান বলতে বোঝায়, জীবাদি পদার্থগুলি যে স্বভাব বিশিষ্ট, মোহ, সংশয় মুক্ত হয়ে এই পদার্থ গুলিকে সেই স্বভাব বিশিষ্টরূপে জানা। জৈন মতে সম্যক-জ্ঞান হবে মোহ ও সংশয়রহিত। শ্রুতসাগরসূরী তাঁর 'তত্ত্বার্থবৃত্তি'-তে মোহকে অনধ্যবসায় নামে অভিহিত করেছেন। তিনি 'তত্ত্বার্থবৃত্তি' (১/১)-তে বলেছেন 'মোহ ইতি অনধ্যবসায় পর্যায়ঃ'। সংশয় বলতে সাধারণত বোঝায় কোন একটি ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞান। সংশয় যথার্থ বিষয়ের ব্যাভিচারী জ্ঞান। জৈন আধিবদ্যিক তত্ত্বগুলি যেমনভাবে উপস্থাপিত, সেই তত্ত্বগুলিকে সেইভাবেই জানাকে জৈন মতে সম্যক্জ্ঞান বলা হয়।

জৈন মতে সম্যক্জ্ঞান পাঁচ প্রকার্ মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবল। 'তত্ত্বার্থসূত্র' স্রন্থে উমাস্বাতি বলেছেন্ 'মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্যায়কেবলানি জ্ঞানম' **[৭]** । এই জ্ঞানগুলির বিশদ বিবরণ জৈনদর্শনে পাওয়া যায়। জ্ঞানের আবরণের ক্ষয় বা উপশম হলে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে ঐগুলির সঙ্গে সংযুক্ত পদার্থের যে যথার্থ জ্ঞান বা মনন তাকেই জৈনদর্শনে মতি বলা হয়। জ্ঞানের আবরণ বলতে বোঝায় জ্ঞানের প্রতিবন্ধক গুলিকে। জ্ঞানের এই প্রতিবন্ধক মনোগত, ইন্দ্রিয়গত ও বিষয়গত্ এই তিন প্রকার হতে পারে। যেমন, মাৎসর্যাদি হল মনোগত প্রতিবন্ধক, কাচ, কামলাদি রোগ ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধক এবং বস্তুর সূক্ষ্ণত্ব, অন্ধকার প্রভৃতি বিষয়গত প্রতিবন্ধক। জৈনদর্শনে আত্মার বন্ধনের কারণস্বরূপ যে আটটি কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম জ্ঞানাবরণ কর্ম। জ্ঞানাবরণ কর্ম আত্মায় জ্ঞানশক্তিকে আচ্ছাদিত করে রাখে জ্ঞানের পথে প্রতিবন্ধকরূপ আবরণাদি দুরীভূত হলে যে যথাযথ মনন হয় তাকেই জৈনমতে বলা হয় মতি। যেমন ঘটাদিবস্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হলে প্রথম যে মননাত্মক জ্ঞান তাই মতি।

জ্ঞানের আবরণের অধিকতর ক্ষয় ঘটলে 'মতি' অপেক্ষা স্পষ্ট যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বলে শ্রুত। অর্থাৎ শ্রুত হলমতিপূর্বক কিন্তু মতি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট জ্ঞান। সম্যক্ দর্শনাদি গুনের দ্বারা জ্ঞানাবরণের ক্ষয় ঘটলে অবচ্ছিন্ন বস্তুবিষয়ক যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাকে জৈনমতে বলা হয় অবধি। এটি স্থান, কাল ও অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ জ্ঞান। এই অবধিজ্ঞানের ফলে কোন বস্তু আবৃত বা দূরস্থ হলেও তার সাক্ষাৎকার সম্ভব। জৈনমতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ রাগদ্বেষাদির ক্ষয় হলে অপরের মনোগত বিষয়ের যে স্পষ্টজ্ঞান তাই হল মনঃপর্যায়। আর, জৈনমতে যে জ্ঞানের জন্যে যোগীগণ তপস্যাদি ক্রিয়াসমুহ অবলম্বন করেন, স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন সেই স্বয়ংপ্রকাশিত স্পষ্টজ্ঞানকে বলা হয় কেবল জ্ঞান। এই কেবলমাত্র সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানের সম্বন্ধ নেই, সম্যক্চারিত্রের দ্বারা সকল জ্ঞানবরণের ক্ষয়ের ফলে কেবলজ্ঞান অর্জিত হয়। এটি মোক্ষসাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞান।

প্রসঙ্গত বলা যায়, জৈন মতে এই পাঁচটি জ্ঞানের মধ্যে মতি ও শ্রুত হল পরোক্ষভাবে এবং অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবলজ্ঞান হল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান।

জৈনদর্শনে তৃতীয় রত্ন সম্যক্ চরিত্রের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়, যে সকল কর্মের জন্য জীবকে বারংবার সংসারে আবদ্ধ হতে হয়, সেইসকল কর্মের বিনাশের জন্য উদ্যোগী, শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানীপুরুষ যে ধরণের কর্মাচরণ করেন তাই সম্যকচারিত্র। বলা যেতে পারে, সম্যকচারিত্রের আলোচনায় জৈননীতিবিদ্যার সুস্পষ্ট রূপটি প্রকাশিত হয়। জৈনমতে যেনতেন প্রকারেন পাপ সংসর্গ ত্যাগ করাকেই বলা হয় চারিত্র। সম্যক্চরিত্র পাঁচপ্রকার্ অহিংসা, সূনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিস্রহ। এগুলিকেই জৈনদর্শনে একত্রে পঞ্চমহাব্রত বলা হয়। জৈনমতে প্রমাদ বশতও মনুষ্যাদি এস ও বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের প্রাণোচ্ছেদ না করাকেই অহিংসা ব্রত বলা হয়। 'প্রমাদ' শব্দটির অর্থ হল 'অনবধানতা'। জৈনমতে প্রাণচ্ছেদ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অনবধানতাবশতঃ-ও প্রাণোচ্ছেদন 'হিংসা' পদবাচ্য; জৈনমতে কোন অবস্থাতেই হিংসা সমর্থনীয় নয়। দ্বিতীয় ব্রত হলে সূনৃত। প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগকেই সূনৃত ব্রত বলা হয়; আর যথার্থ হলেও যে বাক্য প্রিয় ও হিতকর নয়, তাকে 'সত্য' বলা যায় না।

তৃতীয় ব্রত অস্তেয় হল, যে বস্তু কোন ব্যক্তি 'দান' করেন নি, তা স্রহণ না করা। অপরের বস্তু স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হলে তবেই তা স্রহণ করার বিধান আছে। ধনসম্পদ হল মানুষের বাহ্যপ্রাণস্বরূপ। জৈনমতে এই বাহ্যপ্রাণসদৃশ বস্তুর হরণে বস্তুটির অধিকার পূর্বে যার ছিল তাকে হত্যা করা হয়। জৈনমতে চতুর্থ ব্রত ব্রহ্মচর্য হল মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কৃত বিষয়-ভোগসমুহের ত্যাগ। ভোগস্পৃহাই হল কাম। কাম দিব্য ও ঔদরিক ভেদে দ্বিবিধ। যা শরীরান্তর সেব্য তা দিব্য কাম এবং যা শরীরে দ্বারা সেব্য ত ঔদরিক। দিব্য ও ঔদারিক-সকল প্রকার

বিষয়ভোগ-ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য বলা হয়। জৈনমতে পঞ্চম মহাব্রত অপরিস্রহ বলতে বোঝায় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি মোহ পরিত্যাগ করা। চেতন-অচেতন, বাহ্য-অভ্যন্তর নির্বিশেষে সকল ভাববস্তুর প্রতি ইচ্ছার অবসানই 'অপরিস্রহ' শব্দের অর্থ।

জৈন ভাবনায় এই পঞ্চমহাব্রত অনুসরণই কেবল মোক্ষমার্গের জন্য পর্যাপ্ত নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এই পঞ্চমহাব্রতের পাঁচটি ভাবনার দ্বারা বিশেষিত হতে হবে যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। যেমন পঞ্চমহাব্রতের অন্যতম সূনৃত বা সত্যের ক্ষেত্রে হাসি, লোভ, ভয়, ক্রোধের পরিহার পূর্বক বিবেচনাপ্রসূত বাক্য প্রয়োগ করার নির্দেশ লক্ষ্য করাযায়। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে 'ক্রোধলোভভীরুত্বহাস্যপ্রত্যাখ্যাননন্যনুবীচিভাষণঞ্চ পঞ্চ' **[৮]** । হাসি বা বিনোদনের ইচ্ছা থেকে অসত্য ভাষণের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। আবার, লোভ বা ক্রোধবশত অথবা ভয়ের থেকেও যেমন অসত্য ভাষণ হতে পারে, তামনই অজ্ঞতা থেকেও অসত্য ভাষণ হতে পারে। এই কারণেই বিচারপূর্বক সম্ভাষণ জরুরী। তবে এই ভাবনাগুলি যে কেবল সূনৃতব্রতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, অন্যান্য ব্রতসমুহের অনুষ্ঠেয় ভাবনারূপেও এদের উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনদর্শনে।

অহিংসা ব্রতের ক্ষেত্রে যে পাঁচটি ভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল বাগগুপ্তি, মনোগুপ্তি, ঈর্ষাসমিতি, আদানসমিতি ও আলোকিত পানভোজন। এইগুলির মধ্যে গুপ্তি ও সমিতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, জল ও অন্ন সম্যক্ দেখেও তার মধ্যে কোন প্রাণী থাকলে তাকে বাদ দিয়ে ভিন্ন জল ও অন্নের সেবনকে আলোকিত পানভোজন বলা হয়। সুতরাং বোঝা গেল অহিংসা ব্রতের যে পাঁচটি ভাবনা ত আওহিংসা ব্রতের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য।

অস্তেয়ব্রতের ভাবনাগুলির সংখ্যাও পাঁচটি যেমন, ১) শূন্য গিরিগুহায় বসবাস করা, ২) অপরের দ্বারা পরিত্যাক্ত স্থান বা নির্জন স্থানে বসবাস করা, ৩) অন্যের কাছে বারংবার কোন বিষয় কামনায় উপরোধ না করা, ৪) আচার মার্গ-অনুযায়ী ভিক্ষাশুদ্ধি, এবং ৫) অন্যের সাথে কোন বিষয় বা বস্তুকে 'আমার' বা 'তোমার' - জ্ঞানপূর্বক বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। অস্তেয়ব্রতের ভাবনাপঞ্চকগুলি অস্তেয় ভিন্ন অপর ব্রতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ব্রহ্মচর্য ব্রতের ক্ষেত্রে যে পঞ্চভাবনার উল্লেখ জৈনদর্শনে পাওয়া যায় তা হল- ১) নারীর প্রতি আসক্তির উদ্রেককারী কথা শ্রবণে বিরত থাকা, ২) নারীর মনোহর অঙ্গদর্শন ত্যাগ করা, ৩) উক্ত ভাবনা দুটির অনুসরণ ও ভাবনাস্থ নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে ত্যাগ করা, ৪) শক্তিবর্ধক রস ত্যাগ করা, ৫) নিজের শরীরের অত্যাধিক সংস্কার ত্যাগ করা।

পঞ্চম মহাব্রত অপরিস্রহের ক্ষেত্রে জৈনসম্মত ভাবনা-পঞ্চক হল চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যেমন- চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা

পঞ্চম মহাব্রত অপরিস্রহের ক্ষেত্রে জৈনসম্মত ভাবনা-পঞ্চক হল চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যেমন- চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও তকের যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে রাগ দ্বেষ বর্জন করা।

জৈন নৈতিকতায় এই রত্নত্রয়ের আলোচনায় যেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল সম্যক্দর্শন, জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র স্বতন্ত্রভাবে নয়, মিলিত ভাবেই মোক্ষের কারণ হয়। রত্নত্রয়ের প্রত্যেকটির, যেমন কেবল জ্ঞান, শ্রদ্ধা বা দর্শন, এবং চারিত্র-নিজস্ব মূল্য অপরসীম হলেও একটিবার অনুপস্থিতিতে অন্যটি নিষ্ফল। চিকিৎসায় সুফল পেতে যেমন ওষুধের কার্যকারিতায় বিশ্বাস, ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি ও তার যথাযথ প্রয়োগ জানা প্রয়োজন তেমনই জীবন থেকে দুঃখব্যাধির উপশমের জন্য প্রয়োজন মিলিতভাবেই রত্নত্রয়ের অভ্যাসের। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, জৈনমতে, সম্যক্চারিত্রলাভের জন্য যে অহিংসাদি পঞ্চ মহাব্রতের উল্লেখ করা হয়, তা ভারতীয় জীবনের শাশ্বত ভাবনারই প্রতিফলন এমন বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়গুলির মোক্ষভাবনায়ও যেমন, যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত 'যম' ব্রতের মধ্যেও অহিংসাদির নির্দেশ পাওয়া যায়। তবে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে জৈনর পার্থক্য এখানেই যে, জৈনমতে অ নৈতিক বা মন্দ ক্রিয়া থেকে বিরত হলেই যে দুঃখকষ্টের ইতি ঘটবে- এমন বলা হয় না। জৈন নৈতিকতায় ভালো বা খারাপ-যে কোন ক্রিয়াই জীবের বন্ধনের হেতু। তাই শেষপর্যন্ত জৈনদর্শনে ভালো কাজ থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুক্তিকামীর দৃষ্টিতে ভালো ব আমন্দ- যে কোন কর্মই বন্ধনের কারণ। তবে এর অর্থ এমন নয় যে ভালো কর্ম ও মন্দ কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং জৈন নৈতিকতায় আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে জৈনগণ ব্যবহারিক স্তরের ও পারমার্থিক স্তরের-এই দু'ই প্রকার স্তরের নৈতিকতা বিশ্বাসী। ভাল-মন্দের পার্থক্য বা ভালো কাজের স্বীকৃতি কেবল ব্যবহারিক স্তরের নৈতিকতার ক্ষেত্রে। নৈতিকতার পারমার্থিক স্তরে মুমুক্ষুর মন্দ ও ভালো কাজের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করা হয় না। তবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক স্তরের নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের সমন্বয় সাধনই কিন্তু জৈনদর্শনের নৈতিকতার ভিত্তি।

জৈনমতে জীবের সকল ক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যায়- শুভোপযোগ বা ভালো কাজ, অশুভোপযোগ বা মন্দ কাজ এবং শুদ্ধোপযোগ বা শুদ্ধিক্রিয়া। জীব যখন নিজ চৈতন্যময় স্বরূপ দর্শন করে নিজ স্বরূপে নিবিষ্ট থাকে তাই হল শুদ্ধোপযোগ। শুদ্ধোপযোগে জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করায় অ-জীব পদার্থে নিবিষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরের নৈতিকতায় জীবের নিজ

স্বরূপের উপলব্ধি হওয়ায় পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সকল কর্ম অশুদ্ধোপযোগ, শুভোপযোগ ও অশুভোপযোগ-উভয় প্রকার কর্মের দ্যোতক। অর্থাৎ বলা যায়, পারমার্থিক স্তরের নৈতিকতার প্রেক্ষিতে জীবের শুভোপযোগ ও আশুভোপযোগ উভয়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই অর্থাৎ শুদ্ধোপযোগের বিপরীতরূপ উভয়ই অশুদ্ধোপযোগরূপে চিহ্নিত হতে পারে।

শুভোপযোগ ও অশুভোপযোগ- উভয় প্রকার ক্রিয়াই জৈনমতে জীবের বন্ধনের কারণ। জৈন- নৈতিকতার ব্যবহারিক স্তরে কিন্তু মন্দ আচরণ করার তুলনায় ভাল আচরণ করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর থেকে স্পষ্ট যে সাংসারিক জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবতাকেন্দ্রিক জীবনবোধ জৈন নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ, জৈন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে নিমগ্ন, তার পক্ষে জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করা বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা সম্ভব নয়। তাই, কর্মপ্রবাহে আবদ্ধ জীবের পক্ষে মন্দকাজের তুলনায় ভাল কাজে লিপ্ত হওয়া শ্রেয়। শুভোপযোগ থেকে সুখ উৎপন্ন হয় এবং ব্যবহারিক বা জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে সুখই সকলের আকাঙ্খিত। তাছাড়া, সামাজিক দিক থেকে বিচার করলেও বলা যায় শুভপযোগ কেবল নিজের জন্য নয়, সমষ্টির জন্যে হিতকর। আবার বিপরীতক্রমে অশুভোপযোগ সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। তাই জৈন নৈতিকতার নির্দেশ হল, যে সকল সামাজিক নিয়ম সমষ্টিগত জীবনের প্রেক্ষিতে কল্যাণকর, তা পালন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

জৈন নৈতিকতার আরেকটি বিশেষ দিক হল এই যে, জৈনগণ মুক্তির প্রশ্নে সকল জীবের সমতায় বিশ্বাসী। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের সমানাধিকারের তত্ত্ব আইনসিদ্ধভাবে বর্তমানে প্রতিশঠিত করা হলেও প্রাচীন ভারতীয় জীবনে সকল মানুষের মধ্যে 'সমতা'-র কথা জৈন- নৈতিকভাবনায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সকল জীব স্বরূপতঃ এক হলেও ব্যবহারিক স্তরের কর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আকৃতি, বর্ণ, বুদ্ধি মর্যাদাবোধ ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয়। অশুভোপযোগ বা মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু জীব নিজ স্বরূপে অবস্থান করার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য থাকে না। জৈন- নৈতিক চিন্তার এই দিকতিই হয়ত তাঁদের সমকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃত বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। তাঁদের মতে মুক্তির জন্য প্রয়োজন নিরাসক্তি। তাই, নৈতিক নির্দেশের মধ্যে ইন্দ্রিয় আসক্তি বর্জন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে জৈন দর্শনে। মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি জৈনদর্শনের পরমত-সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মানসিক উৎকর্ষতার নিদর্শন। জৈন-নৈতিকতায় গৃহস্থব্যক্তিগণের এমনকি নারীদের মুক্তির অধিকারী বলা হয়-যদি তিনি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় দর্শনে নাস্তিকরূপে পরিচিত জৈনগণ তত্ত্বালোচনায় নৈতিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিছক আবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। জৈনমতে সামাজিক জীবনের প্রেক্ষিতেই ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক অস্রগতির সূচনা হয়, তাই সামাজিক জীবনকে তাঁরা অবহেলা করেন নি। তাঁদের মতে, জীবন ভোগের জন্য নয়, পরিশ্রমের জন্য; এই পরিশ্রম নিজের পূর্ণতা অর্জনের জন্য। তাই জৈনদর্শনে ব্রতপালনের ক্ষেত্রে কঠোরতার সঙ্গে কৃচ্ছসাধনের কথা বলা হলেও , গৃহী জীবনের ক্ষেত্রে এই ব্রতগুলির পালনে কিছু কিছু শিথিলতার নির্দেশ লক্ষিত হয়। মোক্ষ বলতে কেবল দুঃখ থেকে নয়, সুখ থেকেও মুক্তি বোঝায়। ব্যক্তি জীবনের প্রেক্ষিতে এই মুক্তির স্বরূপ পূর্ণতা অর্জন হলেও সামাজিক পটভূমিকায় একে আধ্যাত্মিক বিবর্তনও বলা যেতে পারে। বলেই মনে হয়। অর্থাৎ জৈন নৈতিকতাকে মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতা বলা যায় যার মুল কথজাই হল বিশ্বপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, কারণ চেতনার স্তরবিভাগের নিরিখে মানুষের চেতনা অন্যান্য প্রাণীর থেকে উচ্চপর্যায়ের। জৈনসম্মত অহিংসা ব্রত পালনের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক স্তরের নৈতিকতায় লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁদের মতে একেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হওয়ায় উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ অধিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণী হত্যার থেকে কম হিংসাত্মক বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ জৈনমতে মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অন্যপ্রাণীকে রক্ষা করা যে সমর্থনীয় নয়- তা বলাই বাহুল্য। আবার, পরিবেশ ও প্রকৃতি মানুষের জীবনধারণের অঙ্গ হওয়ায় তাকে রক্ষার দায় মানুশেরই উপর বর্তায়। যতদিন জীবনধারণের প্রয়োজন ততদিন এই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠজীব রূপে মানুষ তার ভোগ্যবস্তুরূপে প্রকৃতি পরিবেশের রক্ষায় যত্নবান হবে- এই অনুভবজাত বাস্তববোধ তাঁদের নৈতিকতায় প্রতিফলিত হয়েছে- বলা যায়। ভারতীয় দর্শনে অহিংসাব্রতের কঠোরতার সমর্থনে তাঁরা নিম্নস্তরের প্রাণীদের প্রতি যে সহমর্মিতা দেখান তা জৈন নৈতিকতাকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করে।

তথ্যসূত্রঃ

[১] দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ (অনুবাদক)। 'জৈন-ধর্ম্ম', লোকমান্য পন্ডিত শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক প্রদত্ত বক্তব্যের অনুবাদ। কাশী: বঙ্গীয় সার্ব্ব-ধর্ম্ম পরিষৎ কার্য্যালয়।

[২] Suri, Srutasagara. 'Tattavartha-Vrtti', Edited by Mahendra Kumar Jain, New Delhi: Bharatiya Jnanpith, 2002.

[৩] Umasvati. 'Tattvarthasutra', Edited by Sukhalal Samghavi Benaras: 2nd edition, 1952.

[৪] 'তত্ত্বার্থসূত্র, উমাস্বাতি। অমিত ভট্টাচার্যের সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শনসংস্রহ (তৃতীয় খন্ড) ' জৈন দর্শন' স্রন্থ থেকে উল্লিখিত।

[৫] ত দৈব।

[৬] Pujyapada, 'Sarvarthasiddhi', Edited by Pt. Phoolchandra Siddhant Sahastry, Kashi: Bharatiya Jnanapitha, 1955.

[৭] তত্ত্বার্থসূত্র', উমাস্বাতি।

[৮] তত্ত্বার্থসূত্র', উমাস্বাতি (৭/৫) ।

Published by

RAJSHAHI COLLEGE
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd